দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 AUG 1996 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮ ......

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# উপাচার্য প্রক্টর প্রভোস্ট আর হাউস টিউটরদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রক্টর, প্রভোস্টবৃন্দ ও হাউস টিউটরদের পদত্যাগপত্র সোমবার পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। যে কারণে প্রশাসনিক শূন্যতার কথা বলা হলেও বাস্তবতা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রশাসনিক শূন্যতা নেই। পদত্যাগপত্র গৃহীত হবার

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

## উপাচার্য প্রক্টর

(প্রথম পাতার পর)

ওপরই প্রশাসনিক শূন্যতা সৃষ্টি হওয়া নির্ভর করছে।

সূত্র জানায়, গতকাল পর্যন্ত কারও পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি। উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ এখনও উপাচার্য ভবনে অবস্থান করছেন। তিনি পদত্যাগপত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চ্যান্সেলরস সেক্রেটারিয়েটে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সেটা গৃহীত হয়েছে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি গৃহীত না হবে ততক্ষণ এমাজউদ্দিন আহমদ উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

এদিকে প্রক্টর, আটটি হলের প্রভোস্ট ও একটি হলের হাউস টিউটররা পৃথক পৃথক সময়ে পদত্যাগপত্র জমা দিলেও উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ সেগুলো গ্রহণ করেননি। সূত্র জানায়, পদত্যাগের আগে উপাচার্য পদত্যাগকারী শিক্ষকদের জানান যে, যেহেতু তিনি নিজেই পদত্যাগ করছেন সেহেতু অন্য কারও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবেন না। নতুন উপাচার্য নিয়োগ হবার আগ পর্যন্ত উপাচার্যসহ সকল পদে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরাই বহাল থাকবেন। নতুন উপাচার্য নিয়োগের পর তিনিই প্রক্টর, প্রভোস্ট ও হাউস টিউটরদের নিয়োগ দেবেন। তেহাত্তরের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডার অনুযায়ী এসব পদে নিয়োগের চূড়ান্ত ক্ষমতা উপাচার্যের হাতে ন্যস্ত। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন উপাচার্য না আসেন এবং পদত্যাগপত্র গৃহীত না হয় ততক্ষণ যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন। এ কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও কোন প্রশাসনিক শূন্যতা নেই।